দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... SEP 06 2006 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

ঢাবি টিএসসি যেন গঞ্জের হাট

শাহজাহান শুভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) যেন গঞ্জের হাটে পরিণত হয়েছে। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা সংগঠনের ভারে নতজানু হয়ে পড়েছে প্রতিষ্ঠানটি। কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের অভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা গোটা দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রটি ক্রমেই যেন তার ঐতিহ্য হারাচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একাডেমিক জ্ঞান অনুশীলনের পাশাপাশি কৌশলগত কার্যাবলীর মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ, মতবিনিময় ও চিন্তার সমন্বয় ঘটানোর মাধ্যম হিসেবে ১৯৬১ সালে টিএসসি গঠন করা হয়। তবে টিএসসির বর্তমান ভবনটির কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৬৫ সালে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশের সংস্কৃতির ধারক-বাহক হিসেবে পরিচিতি লাভ করে প্রতিষ্ঠানটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল হলো টিএসসি। সাংস্কৃতিক প্রতিভা বিকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনাও রয়েছে এতে। তবে অবশ্যই তা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-

ঐতিহ্য হারাচ্ছে কেন্দ্রটি : ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা সংগঠনের ভারে বিপর্যস্ত পরিবেশ

ইনকিলাব : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি)।

দেখভালের জন্য একটি পরিচালনা কমিটিও রয়েছে। এতে একজন উপদেষ্টা, একজন পরিচালক, দু'জন উপ-পরিচালক, পাঁচজন সহকারী পরিচালক ও বেশকিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত। এ ব্যাপারে টিএসসি কর্তৃপক্ষ পূর্ব থেকেই এ বিষয়ে সজাগ রয়েছেন।

কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে টিএসসিতে গড়ে উঠছে ব্যাঙের ছাতার মতো অসংখ্য সংগঠন। যারা অবৈধভাবে টিএসসির সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে সংস্কৃতি চর্চার নামে ব্যবসা করে যাচ্ছে। সংগঠনগুলোর কার্যক্রম প্রশংসা পেলেও এগুলো টিএসসির স্বাভাবিক পরিবেশের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা টিএসসির নিজস্ব সংগঠনগুলোকে কক্ষ বরাদ্দ দিতেই যেখানে হিমশিম খাচ্ছে, সেখানে বেনামি এসব সংগঠনগুলো টিএসসিতে প্রচ্ছন্ন জটের সৃষ্টি করছে। এসব সংগঠনের অধিকাংশই টিএসসির মূল ভবনে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। সরেজমিনে যাচ্ছে। ফলে মূল গেটসহ পুরো টিএসসিতে সারাক্ষণ মানুষজট লেগেই থাকে। এসব সংগঠনের ওপর কর্তৃপক্ষের নামমাত্র নিয়ন্ত্রণও নেই বললেই চলে। ফলে যে যার মতো সাইনবোর্ড লাগিয়ে চেয়ার টেবিল নিয়ে বসে যাচ্ছে সদস্য সংগ্রহে।

খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, এসব সংগঠনের অধিকাংশই বহিরাগতদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। টিএসসির নিজস্ব সংগঠনের বাইরের এসব সংগঠনগুলো হলো ভার্সিটি থিয়েটার, রমনা থিয়েটার, সফেন, লোকনাট্য দল, পদাতিক বৈকুণ্ঠ, দৃষ্টিপাত, কথা, কণ্ঠশীলন, আবৃত্তি সংসদ, কমল, স্বরকল্পন ইত্যাদি। এদিকে এসব সংগঠনগুলোর কার্যক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরও মাঝে মাঝে বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। ফলে শিক্ষার্থীদের মাঝেও ক্ষোভ বিরাজ করছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র নাহিদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশের জন্য নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ নষ্ট করার কোন কারণ থাকতে পারে না। কেননা শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলোই যথেষ্ট। এ ব্যাপারে টিএসসির পরিচালক মোঃ আলমগীর হোসেনের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিষয়টি আমি ভালভাবে অবগত ছিলাম না। তবে এসব প্রতিষ্ঠানকে অনেক আগেই সাবধান করা হয়েছিল। তিনি বিষয়টি দেখার আশ্বাস দেন। এছাড়া তিনি বলেন, অতিমাত্রায় স্বাধীনতার কারণে অনেক সংগঠনই এখানে আসন গেঁড়ে বসছে। বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেও আমরা তাদের কার্যক্রম ঠেকাতে পারছি না। তবে সমস্যা সমাধানে যথাশীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণের